



BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার



Lecture Content

☑ বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

Content



Discussion



শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য

কোনো সমাজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প (Industry) বলা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্প

(Main industry of Bangladesh)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী জি.ডি.পি. তে শিল্পখাতের অবদান হলো শতকরা ৩৭.০৭ ভাগ। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো—

☑ পাট শিল্প (Jute industry):

বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। এ দেশের পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট পাট চাষ হওয়ায় কাঁচামালের সহজলভ্যতা পাট শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করেছে। এ দেশে পাটের দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক রয়েছে। সর্বোপরি পাট শিল্পের প্রতি সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে।

১৯৫১ সালে ১,০০০ তাঁত নিয়ে নারায়ণগঞ্জে আদমজীনগরে প্রথম পাটকলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে আদমজী পাটকলটি বন্ধ রয়েছে। তবে বেসরকারিভাবে অনেক পাটকল গড়ে উঠেছে। সরকারি ও বেসরকারি মোট পাটকলের সংখ্যা ২০৫টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পাট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১০৩.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

☑ বস্ত্র শিল্প (Cotton Textile Industry):

বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। মানুষের খাদ্যের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই বস্ত্র শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বংসম্পূর্ণ নয়। এ দেশের আবহাওয়া বস্ত্র শিল্পের অনুকূল। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে বাংলাদেশের সুতা ও বস্ত্রকলগুলো পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে।

☑ কাগজ শিল্প (Paper Industries):

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনায় প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিলস ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে। বেসরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাগজকল গড়ে উঠেছে।

☑ সার শিল্প (Fertilizer Industry):

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল। আর এজন্য প্রয়োজন সার। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান সার কারখানাগুলো হলো— ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা,



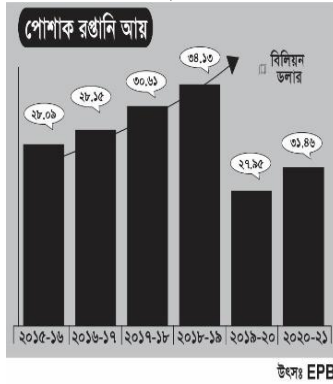
পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সার রপ্তানি করতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে।

☑ পোশাক শিল্প:

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এরপর এ শিল্প অতিক্রম বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে নিজের স্থান করে নেয়। বর্তমানে দেশে অনেকগুলো রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এগুলোর প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত। অবশিষ্টগুলো প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে স্বল্প মজুরিতে শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা অন্যতম। এ দেশে এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ বিপুল শ্রমশক্তির, বিশেষ করে সমাজের নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও সুফল বয়ে আনছে। পোশাক শিল্পকে এখন বলে ‘বিলিয়ন ডলার’ শিল্প।

এ শিল্পে জাপান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা প্রভৃতি দেশ বিনিয়োগ করেছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকার ইপিজেড (EPZ) দুটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এগুলো স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।



মোট কর্মী	২৫ লাখ ৬২ হাজার
নারী	১৪ লাখ ৯৪ হাজার
পুরুষ	১০ লাখ ৬৮ হাজার
নারী-পুরুষ অনুপাত	৫৮.৩% : ৪১.৭%

EPZ: Export Processing Zone

(রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল)

শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা-নীলফামারী, আদমজী ও কর্ণফুলী) ফেব্রুয়ারি-২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৩১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪৫৪ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৭৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১৫৪টি, ঢাকা ইপিজেড এ ৯২টি, কুমিল্লা ইপিজেড এ ৪৭টি, উত্তরা ইপিজেড এ ২৪টি, মংলা ইপিজেড এ ৩১টি, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ২০টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪০টি এবং আদমজী ইপিজেড এ ৪৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৫৮৫৮.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি-২০২২ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৪৮০১৪০ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

☑ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

(Tourism Industry of Bangladesh):

প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং এই দেশে এসে উচ্ছ্বসিতভাবে উল্লেখ করেছেন, ‘A sleeping beauty emerging from mists and water.’ তিনি তখন এই জনপদের সুপ্ত সৌন্দর্যটিকে কুয়াশা ও পানির অন্তরাল থেকে ক্রমশ উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন। তার সেই উপলব্ধি আজও এই বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য। পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্রসৈকত, ঘন অরণ্য, পাহাড়ি এলাকা প্রকৃতিগতভাবেই এখানে বিদ্যমান। বাংলাদেশের পর্যটকদের ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। এ দেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্রসৈকত, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, দ্বীপ, হ্রদ, নদী ও পালতোলা নৌকার অনুপম দৃশ্যাবলি, সবুজ-শ্যামলিকা ঘেরা পাহাড়ি ভূমি রয়েছে, যা দেখলে মন ভরে যায়। এখানে রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও মঠসহ প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন। সিলেটের পাহাড়, হাওর, চা বাগানের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য, কুয়াকাটায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য। এছাড়াও এদেশে বহু প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতি রয়েছে, যা আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে দেশি-বিদেশি পর্যটককে আকর্ষণ করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি’তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ৩৭.০৭ শতাংশ। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি’তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬) চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি’তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৪.৪৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২৩.৩৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬) জিডিপি’তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৭.০৭ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৩৬.০১ শতাংশ। শিল্পখাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ।

শিল্পনীতি ২০১৬-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

অভ্যন্তরীণ শিল্পপণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত শিল্পপণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ; আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির এবং পণ্য বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন; টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একই সাথে শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া; সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি; জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতে প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ; ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও

শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার; রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন। শিল্পনীতি ২০১৬ এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্ব শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

শিল্পায়নে সরকারের মূল ভূমিকা হবে শিল্প সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশল/কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান। দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন: উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে করা পদ্ধতি সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রাণোদগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (time bound workplan) জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রাণোদগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

শিল্প উৎপাদন

ক) সংস্থা

০১. Bangladesh Chemical Industries Corporation

(BCIC): সংস্থাটির আওতাধীন ১৩টি চালু প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

- সার কারখানা (৮টি)
- কর্ণফুলী পেপার মিলস লি., কাগুই, রাঙ্গামাটি
- খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি., খুলনা
- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি., সিলেট
- উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লি., কালুরঘাট চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লি., মিরপুর, ঢাকা।

০২. Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BSFIC):

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর অধীনে ১৫ টি চিনিকল এবং ১টি প্রকৌশল কারখানা চালু আছে। BSFIC এর আওতাধীন চিনিকলগুলো হলো-

- নর্থবেঙ্গল চিনিকল লি., গোপালপুর লি., নাটোর (দেশের সবচেয়ে পুরাতন চিনিকল)
- সেতাবগঞ্জ চিনিকল., সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর
- কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি., দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা (দেশের বৃহত্তম চিনিকল)
- রংপুর চিনিকল লি., মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা
- ঠাকুরগাঁও চিনিকল লি., ঠাকুরগাঁও
- জিলবাংলা চিনিকল লি., দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
- জয়পুরহাট চিনিকল লি., জয়পুরহাট
- রাজশাহী চিনিকল লি., হরিয়ান, রাজশাহী

- কুষ্টিয়া চিনিকল লি., জগতি, কুষ্টিয়া
- মোবারকগঞ্জ চিনিকল লি., নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ
- শ্যামপুর চিনিকল লি., রংপুর
- পঞ্চগড় চিনিকল লি., পঞ্চগড়
- ফরিদপুর চিনিকল লি., মধুখালী, ফরিদপুর
- নাটোর চিনিকল লি., নাটোর
- পাবনা চিনিকল লি., পাবনা

লোকসানী সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাইভেটাইজেশন এর আওতায় ২টি চিনিকল বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এগুলো হলো দেশবন্ধু চিনিকল লি. বেং কালিয়াচাপড়া চিনিকল লি।

০৩. Bangladesh Steel & Engineering Corporation (BSEC):

বাংলাদেশের ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন আওতাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠান হলো-

- অ্যাটলাস বাংলাদেশ লি., টঙ্গী, গাজীপুর
- ন্যাশনাল টিউবস লি., টঙ্গী, গাজীপুর
- বাংলাদেশ স্ট্রেল ফ্যাক্টরি লি., টঙ্গী গাজীপুর
- ইস্টার্ন টিউবস লি., তেজগাঁও, ঢাকা
- ইস্টার্ন কেবলস লি., পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানু. কোম্পানি লি., পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- গাজী ওয়্যারস লি., কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
- প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি., আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

০৪. Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation (BSCIC) :

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক))

খ) দপ্তর

১. Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI): দেশের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান।
২. Bangladesh Institute of Management (BIM)
৩. Bangladesh Industrial and Technical Assistance Center (BITAC) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
৪. National Productivity Organization (NPO)
৫. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
৬. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

গ. বোর্ড

১. বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড

□ বস্ত্র শিল্প

মসলিন 'ঢাকাই মসলিন' নামে বিশ্বব্যাপী খ্যাত সুতিবস্ত্র। ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সূতা থেকে এই মসলিন তৈরি হতো। পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বিবরণী থেকে জানা যায়, তৎকালীন বাংলায় পৃথিবী বিখ্যাত মসলিন উৎপাদিত হতো। মসলিন মুঘল সম্রাটদের বিলাসের বস্ত্র ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী কোনো কোনো এলাকায় ফুটি নামে এক প্রকার তুলা জন্মাত। এর সূতা থেকে তৈরি হতো সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র 'মলমল'। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের কারণে মসলিন শিল্পের অবনতি ও বিলুপ্তি ঘটে। 'মসলিন' এর একটি ছোট টুকরো এখনও জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

জামদানি : কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। জামদানী বুননকালে তৃতীয় একটি সূতা দিয়ে নকশা ফুটিয়ে

তোলা হয়। প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানী শাড়ী বাঙ্গালী নারীদের অতি পরিচিত। জামদানী বলতে সাধারণত শাড়ীকেই বোঝান হয় তবে জামদানী দিয়ে নকশী ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতিও তৈরি করা হত। জামদানী নানা স্থানে তৈরি হয় বটে কিন্তু ঢাকাকেই জামদানির আদি জন্মস্থান বলে গণ্য করা হয়।

খাদি বা খন্দর : খন্দর শব্দটি গুজরাটি। খন্দর শব্দ থেকেই এসেছে খাদি শব্দটি। ঢাকাই মসলিনের মতো বিখ্যাত ছিল কুমিল্লার খাদি কাপড়। তুলা থেকে প্রথমে হাতে কাটা হয় সূতা। তারপর সেই সূতা থেকে হাতে চালানো তাঁতে বোনা হয় খাদি কাপড়। মহাত্মা গান্ধী খাদি কাপড়ের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০ সালে তিনি প্রথম স্বদেশী পণ্যের মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য খাদি কাপড়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিজিত প্রতীক খাদি কাপড়।

বেনারশী : বেনারশী শাড়ির কথা শুনলেই মনে হয় বিয়ের শাড়ির কথা। ১৯৯৫ সালে ঢাকার মিরপুরে বেনারশী পল্লী প্রতিষ্ঠা হলেও ধারণা করা হয় ১৯৯০ সালে এখানে হাতে গোনা দুই তিনটি গদিঘর ছিল। এই গদিঘর হল বেনারশী শাড়ি তৈরীর কারখানা এবং খুচরা ও পাইকারী বিক্রয়কেন্দ্র। সময়ের পরিক্রমায় বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী ও পুরনো গদিঘরের সাথে নতুন কিছু ব্যবসায়ী এসে যোগ হলে এলাকাটি বেনারশী পল্লীতে পরিণত হয়।

□ তৈরি পোশাক শিল্প

পোশাক শিল্প তৈরি পোশাক বা আরএমজি নামে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের প্রথম চালানটি রপ্তানি হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৮০ পর্যন্ত কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি আয়ে শীর্ষ স্থান দখল করে ছিল। আশির দশকের শেষার্ধ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আয়কে অতিক্রম করে পোশাক শিল্প আয়ে প্রথম স্থানে চলে আসে। সময়ের পরিক্রমায় তৈরি পোশাক আরও সম্প্রসারিত হয়ে ওভেন ও নিটিং উপাধিতে বিভক্ত হয়। রিয়াজ গার্মেন্টস এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের পথ-প্রদর্শক। ১৯৬০ সালে ঢাকায় ‘রিয়াজ স্টোর’ নামে একটি ছোট দর্জির কারখানা কাজ শুরু করে। এটি আনুমানিক ১৫ বছর স্থানীয় বাজারে কাপড় সরবরাহ করেছে। ১৯৭৩ সালে কারখানাটি নাম পরিবর্তন করে মেসার্স রিয়াজ গার্মেন্টস লি. নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করে ১৯৭৮ সালে প্যারিসভিত্তিক একটি ফার্মের সাথে ১৩ মিলিয়ন ফ্রাংক মূল্যের ১০ হাজার পিস শার্ট রপ্তানি করে। রিয়াজ গার্মেন্টস বাংলাদেশ থেকে প্রথম সরাসরি পোশাক রপ্তানি করে।

১৯৭৭ সালে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা নুরুল কাদের প্রতিষ্ঠা করেন ‘দেশ গার্মেন্টস’। ১৯৭৯ সালে দেশ গার্মেন্টস এবং দক্ষিণ কোরিয়ার দায়ু কর্পোরেশনের মধ্যে প্রযুক্তিগত এবং বাজারজাতকরণে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনে যায়। দেশ গার্মেন্টস বাংলাদেশের প্রথম শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা। তৈরি পোশাক শিল্পের বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় উপাদানই ভূমিকা রেখেছে। বাহ্যিক কারণের একটি ছিল গ্যাট অনুমোদিত The Multi Fibre Arrangement (MFA) এর অধীনে কোটা পদ্ধতি। ১৯৭৪ সালে উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত দেশগুলোতে আরএমজি পণ্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করতে MFA নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। MFA-এর প্রয়োগ বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে

একটি উল্লেখযোগ্য ‘কোটা’ রপ্তানির সুযোগ পায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোটামুক্ত বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশকে GSP সুবিধা দেয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একটি সাধারণ নিয়ম আছে, সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর প্রতিটি তাদের বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে সমভাবে বিবেচনা করবে, অর্থাৎ কোনো দেশ অন্য একটিকে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো বাণিজ্য বা শুল্ক সুবিধা দিতে পারবে না। তবে বিশেষ বিবেচনায় কোনো দেশের জন্য এই ধারণাটিকে শিথিল করার পদ্ধতিকেই বলা হয় Generalized System of Preferences (GSP)। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে জিএসপি সুবিধার আওতায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শতভাগ বিনা শুল্কে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ যে কারণটি আরএমজি গড়ে উঠার পেছনে অবদান রেখেছে তা হলো সস্তা শ্রম এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণযোগ্য শ্রমিকের সরবরাহ। উন্নত রাউন্ড আলোচনা-পর্যালোচনা করে ২০০৪ সাল থেকে MFA তুলে দেওয়া হয়েছে। MFA উঠে যাওয়ার পর বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তন এসেছে।

প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রীভূত। বাংলাদেশ থেকে আরএমজি পণ্যের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ ১৯৭৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধা পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের ৯৭ ভাগ পণ্য এই সুবিধা পেলেও বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকে এই সুবিধা পেত না। ২৪ নভেম্বর, ২০১২ ঢাকার অদূরে সাভারের আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস নামক পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাজরীনের পর ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা গাজা ধসে সহস্রাধিক শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটনা ঘটলে এ দেশের পোশাক শিল্প চাপের মুখে পড়ে। এর পরিক্রমিতে ২৭ জুন, ২০১৩ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সুবিধা স্থগিত করা হয়।

□ সার শিল্প

১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ বাংলাদেশের প্রথম ইউরিয়া সার কারখানা ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. স্থাপিত হয়। এই কারখানায় ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সালফেট (ASP) সার উৎপাদিত হতো। ৩০ জুন, ২০১২ কারখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশের কয়েকটি কারখানা নিচে দেওয়া হলো।

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি.	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কো. লি.	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউরিয়া
যমুনা ফার্টিলাইজার কো. লি.	তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর	দানাদার ইউরিয়া
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	ইউরিয়া
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	পলাশ, নরসিংদী	ইউরিয়া
চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কো. লি.	রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া, SSP
ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স লি.	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	TSP

ডিএপি ফার্টিলাইজার কো. লি.	রাঙ্গানিয়া, চট্টগ্রাম	DAP
কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কো. লি.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া, অ্যামেনিয়া

DAP = ডাই অ্যামেনিয়াম ফসফেট,

SSP = সিঙ্গেল সুপার ফসফেট।

বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা 'শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি.' এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। যমুনা সার কারখানায় উন্নতমানের মটর-দানা আকৃতির দানাদার ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয় যা ধান চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ লক্ষ ৬১ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশের একমাত্র রপ্তানিমুখী সার কারখানা 'কাফকো'। এটি বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বহুজাতিক প্রকল্প। আমার দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হলো প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)।

□ পাট শিল্প

ব্রিটিশ শাসনামলে এবং পাকিস্তানি আমলে পূর্ব বাংলায় পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৭০ এর দশকে প্লাস্টিক ও পলিথিন পাটতন্তর বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে পাটশিল্পের স্বর্ণযুগের অবসান হয়। ফলশ্রুতিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতীয় জিডিপিতে পাট শিল্পের অবদান হ্রাস পেতে থাকে।

এ দেশের পাটকলগুলো মূলত নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং খুলনা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। নারায়ণগঞ্জে এক সময় বলা হত 'প্রাচ্যের ডান্ডি'। পাকিস্তানের প্রথম পাটকল বাওয়া জুট মিলস লি. ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাদের উৎপাদন শুরু করে। একই বছর শেষের দিকে উৎপাদন শুরু করে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল। এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ক্রমাগত লোকসানের কারণে ৩০ জুন, ২০০২ পাটকলটি বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে মিলটির এক নং ইউনিট রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় পরিণত করা হয়েছে।

কাগজ ও মণ্ড শিল্প কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএম) বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম কাগজকল। ১৯৫৩ সালে রাঙামাটি জেলার কাগাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা কারখানাটি স্থাপিত হয়। মিলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ হাজার মে. টন। কাগজ তৈরির জন্য যে মণ্ড ব্যবহার করা হয়, তা বিশেষত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত কাঠ ও বাঁশ থেকে প্রাপ্ত আঁশজাতীয় কাঁচামাল। কেপিএম এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিকেল লি. একই স্থানে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের একমাত্র রেয়নমিল। ক্রমাগত লোকসানের কারণে এটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস ছিল এশিয়ার বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট কাগজকল। ১৯৫৯ সালে খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের ভৈরব নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলের বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৪৮ হাজার মেট্রিক টন। চালুর পর থেকে কারখানাটি লাভজনকভাবে চলছিল। চলতি মূলধন ও ফার্নেস ওয়েলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে ৩০ নভেম্বর, ২০০২ নিউজপ্রিন্ট মিলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পাবনার পাকশিতে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম কাগজ কল। এখানে বিভিন্ন চিনিকল থেকে প্রাপ্ত আখের ছোবড়া (ব্যাগাস) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৪ সালে কাগজকলটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায় কিন্তু দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে বিপুল লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ৩০ নভেম্বর, ২০০২ বন্ধ হয়ে যায়। সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস কেবল বাজারজাত করার উপযোগী মরু তৈরি করে। ছাতক অবস্থিত মিলটি কাঁচামাল হিসেবে ঘাস ব্যবহার করে। ঘাসের স্বল্পতার কারণে মরুমিলটি বর্তমানে বাঁশ ও শক্ত কাঠ

ব্যবহার করছে। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো কাগজকল রয়েছে। এদের মধ্যে সোনালী পেপার মিল, হাশেম পেপার ও পাল্প মিল, হোসেন পেপার মিল, বেঙ্গল পেপার মিল, বসুন্ধরা মিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল আধুনিক কাগজ তৈরির কারখানায় প্রধানত আমদানিকৃত রাসায়নিক মরু ব্যবহার করে উন্নতমানের কাগজ তৈরি করা হয়। আবার এখানে পুরাতন কাগজকে পুনরায় মেরু রূপান্তর করে কাগজ তৈরির ব্যবস্থাও আছে। বাংলাদেশে সবুজ পাট ব্যবহার করে কাগজের মণ্ড তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে সহজলভ্য ও পরিবেশ বান্ধব ধইধগা গাছের আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরির সাশ্রয়ী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

□ জাহাজ নির্মাণ শিল্প

বাংলাদেশের সকল অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় জাহাজ বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ কারখানায় (শিপইয়ার্ডে) নির্মিত হয়। শিপইয়ার্ডগুলির ৭০% ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এলাকায়, বাকিগুলো চট্টগ্রাম খুলনা-বরিশালে অবস্থিত। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড স্পিগওয়ে লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ; ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা; হাইস্পিড শিপবিল্ডিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ; ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, ঢাকা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে তৈরী বিদেশে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজ স্টেলা মেরিস খুলনা শিপইয়ার্ড বাংলাদেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা। এটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার অনুদানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলযান সংস্থার জন্য ৮টি খাদ্য বহনযোগ্য জাহাজ নির্মাণ করে বেসরকারী জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ হাইস্পিড শিপইয়ার্ড। প্রকৃতপক্ষে এটাই বেসরকারিভাবে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। ২০০৮ সালে আনন্দ শিপইয়ার্ড লি. 'স্টেলা মেরিস' নামে একটি জাহাজ ডেনমার্ক রপ্তানি করে। এর মাধ্যমে জাহাজ রপ্তানি শিল্পে বিশ্ববাজারে প্রবেশ ঘটে বাংলাদেশের। ২৯ মার্চ, ২০১৪ যাত্রা শুরু করে দেশে তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ বা স্টিমার 'এম ভি বাঙ্গালী'। জাহাজটি নির্মাণ করে চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড।

□ সিমেন্ট শিল্প

ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. বাংলাদেশের প্রথম ও সবচেয়ে পুরাতন সিমেন্ট কারখানা। ঐতিহ্যবাহী কারখানাটি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। এর কাঁচামাল চূনাপাথর ভারতের মেঘালয় থেকে আমদানি করা হয়। এছাড়া টেকেরহাটের নিজস্ব পাথর উত্তোলন কেন্দ্র থেকেও পাথর সংগ্রহ করা হয়। ছাতক লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লি. বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা। ফরাসি স্প্যানিস যৌথ বিনিয়োগে স্থাপিত কারখানাটি তাদের প্রধান কাঁচামাল চূনাপাথর কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সিমেন্ট কোম্পানি তাদের সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত 'ক্রিম্কার' নামক উপাদানটি লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে ক্রয় করে।

□ ঔষধ শিল্প

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো জাতীয় ঔষধ নীতি। ১৯৮২ সালে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বাজারজাতকরণ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং স্বাস্থ্য সেবার প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিদেশী ঔষধ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য থেকে দেশীয় ঔষধ শিল্প মুক্তি পায় এবং আস্তে আস্তে তারা বাজার সম্প্রসারণ শুরু করে।

বাংলাদেশ বর্তমানে মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম। দেশীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে স্কয়ার ও বেক্সিমকো বহিঃবিষয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লি. সর্বপ্রথম বিদেশে ঔষধ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে ইরান, হংকং, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পেনিসিলিন তৈরির কাঁচামাল রপ্তানি করে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয় মায়ানমারে। ২০০৫ সালে দেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে। তালিকাভুক্ত হয় বেক্সিমকো ফার্মা। ২০০৮ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর সভায় মুসিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন বাউশিরা ও লক্ষীপুর মৌজায় একটি অ্যাঙ্কিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট (এপিআই) গড়ে তোলা প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ঔষধ উৎপাদনে যেসব কাঁচামাল প্রয়োজন ও যেসব কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় আগামী ১০ বছরের মধ্যে তা দেশে উৎপাদন করা ও কাঁচামাল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো বা বন্ধ করা পার্কটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য।

□ চামড়া শিল্প

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি সামগ্রী। কুষ্টিয়ার কালো ছাগলের চামড়া চমৎকার গঠন এবং প্রসার ক্ষমতার জন্য কুষ্টিয়া গ্রেড' বিশেষভাবে খ্যাত। ক্ষুদ্রায়তন চামড়া শিল্পের সর্ববৃহৎ প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ছিল। পুরান ঢাকার একটি ক্ষুদ্র এলাকায় চামড়ার বেশির ভাগ শিল্প ইউনিট (ট্যানারি) স্থাপনের ফলে পরিবেশের ব্যাপারে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এজন্য সাভারের হেমায়েতপুর হরিণধরায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পিত চামড়া শিল্প নগরীতে ট্যানারিগুলো স্থানান্তরিত করা হয়।

কাগজ শিল্প

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাগজকল স্থাপন করা হয়- ১৯৫৩ সালে
- বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল- কর্ণফুলী কাগজ কল (প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৩)।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি কাগজকল ও ৪টি হার্ডবোর্ড মিল চালু আছে।
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ কাগজের কল- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল (৩০ নভেম্বর ২০০২ বন্ধ করা হয়)।
- বাংলাদেশের সরকারি নিউজপ্রিন্ট মিল অবস্থিত- খুলনা
- কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান- বাঁশ, বেত, কাঠ, সবুজ পাট ও রাসায়নিক দ্রব্য।
- BCIC- এর নিয়ন্ত্রণাধীন একমাত্র কাগজ কল- কর্ণফুলী পেপার মিলস লি.
- কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. অবস্থিত- চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি
- সবুজ পাট দিয়ে জিপসাম বোর্ড উৎপাদন শুরু হয়- ১৩ নভেম্বর ১৯৯৪ থেকে
- খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. অবস্থিত- খালিশপুর, খুলনা

ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প

- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (বৈদ্যুতিক কেবলস, টানফরমার, সিএফএল বাস্ক ইত্যাদি) উৎপাদন করে।
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (BSEC) -এর প্রতিষ্ঠা- ১ জুলাই ১৯৭৬
- BSEC -এর সদর দপ্তর- কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
- BSEC -এর অধীনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান রয়েছে- ৯টি

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

- বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা অবস্থিত- খুলনা, মংলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাত
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা- খুলনা শিপইয়ার্ড লি.
- ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস অবস্থিত- কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
- বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজটির নাম- স্টেলা মেরিস
- বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে- ডেনমার্ক
- স্টেলা মেরিস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- আনন্দ শিপইয়ার্ড
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ডেনমার্ক জাহাজ রপ্তানী করে- ২০০৮ সালে

চিনি শিল্প

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকল রয়েছে- ১৫টি
- বাংলাদেশ চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট- ঈশ্বরদী
- BSFIC গঠন করা হয়- ১ জুলাই, ১৯৭৬
- BSFIC যে মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান- শিল্প মন্ত্রণালয়
- বর্তমানে BSFIC-এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিনি কলের সংখ্যা- ১৫টি
- BSFIC-এর সদর দপ্তর- দিলকুশা, ঢাকা
- বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল- নর্থ বেঙ্গল চিনিকল, গোপালপুর, নাটোর।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল- কেফ অ্যান্ড কোং লি., দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

দিয়াশলাই শিল্প

- পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে ম্যাচ ফ্যাক্টরি ছিল- ১৮টি
- ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামে যে ম্যাচ ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছিল- চট্টা ম্যাচ ফ্যাক্টরি
- ম্যাচ ফ্যাক্টরিগুলোর সংস্থার নাম- বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন
- ম্যাচের কাঠি তৈরি হয়- কদম ও গোওয়া কাঠ থেকে।
- ম্যাচের বারুদ তৈরি হয়- পটাসিয়াম ক্লোরাইট, রেড ফসফরাস এবং সালফার দিয়ে।

সিগারেট কারখানা

- দেশে সর্ববৃহৎ সিগারেট কারখানা- ব্রিটিশ-আমেরিকা টোবাকো বাংলাদেশ (BATB)
- সিগারেট শিল্পে বেশি ব্যবহৃত হয়- ভার্জিনিয়া তামাক
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিল ২০০৫ জাতীয় সংসদে পাস হয়- ১৩ মার্চ ২০০৫ (কার্যকর ২৬ মার্চ ২০০৫ থেকে)

লবণ শিল্প

- বাংলাদেশে লবণ উৎপন্ন হয়- কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জেলায়।
- লবণ উৎপাদনে দ্রাবণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়- প্রায় ৫%
- বাংলাদেশে ভূখণ্ডে প্রথম লবণ উৎপাদন শুরু করে- সমুদ্র উপকূলবর্তী মালংগি নামক এক শ্রেণির চাষী
- লবণ শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হলো- আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন।

অন্যান্য শিল্প-কারখানা

- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ইস্পাত রপ্তানি করে- পাকিস্তানে (১১ জুলাই ১৯৭৮)
- বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা অবস্থিত- টঙ্গী ও খুলনায়
- ওসমানিয়া গ্লাস সিট ফ্যাক্টরি লি. অবস্থিত- কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র কারখানা- গাজীপুর
- বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার- পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (ইস্টার্ন রিফাইনারী)

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে- ডেনমার্ক
- ট্যারিফ কমিশন যে মন্ত্রণালয়ের অধীন- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম- ইউরিয়া এবং এএসপি
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প - তৈরি পোশাক
- দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক স্থাপিত হচ্ছে- গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
- জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম- ইউরিয়া
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ে রেডিমেট গার্মেন্টসের অবদান- ২৪.৪৫%।
- ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সার- ইউরিয়া
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ সার কারখানা- যমুনা সার কারখানা, তারাকান্দি
- বাংলাদেশে ইউরিয়া সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়- প্রাকৃতিক গ্যাস
- বাংলাদেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি- পোশাক সম্পদ
- বাংলাদেশের সরকারি সিমেন্ট কারখানা নয়- হুন্দাই
- বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কারখানা- ছাতক সিমেন্ট কারখানা
- বাংলাদেশের সরকারি মিলগুলোতে বর্তমানে কাগজ উৎপাদিত হয়- ৩২ লক্ষ মে. টন
- বাংলাদেশে চিনি কলের সংখ্যা- ১৫টি
- বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি- গাজীপুরে
- যমুনা সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম - ইউরিয়া
- কর্ণফুলী কাগজকলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়- বাঁশ
- কর্ণফুলী পেপার মিলস অবস্থিত- রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায়
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার কারখানা- যমুনা সার কারখানা (তারাকান্দি, জামালপুর)
- বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' অবস্থিত- চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে- বিজয়পুরে
- বাংলাদেশে বেশি রেশম হয় যে স্থানে- রাজশাহী
- বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয়- ব্রাজিল
- 'মেসতা' এক জাতীয়- পাট
- বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান- ৩৭.০৭%

তথ্য বিবরণী:

রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড)

- ✗ EPZ -এর পূর্ণরূপ Export Processing Zone
- ✗ BEPZA -এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Export Processing Zone Authority
- ✗ BEPZA আইন পাশ হয়- ১৯৮০ সালে
- ✗ বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA)- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন
- ✗ বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) আইন পাশ হয়- ১৯৮০ সালে
- ✗ বেপজা গভর্নর বোর্ডের চেয়ারপার্সন- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
- ✗ দেশের প্রথম বেসরকারি EPZ - এর নাম- KEPZ; চট্টগ্রাম (১৯৯৯)
- ✗ বেসরকারি ইপিজেড আইন সংসদে পাশ হয়- ২০০১ সালে
- ✗ বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইপিজেড চালু হয়- ঢাকা
- ✗ বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক EPZ - উত্তরা EPZ (নীলফামারী)
- ✗ আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম EPZ - KEPZ

এক নজরে সরকারি ইপিজেডসমূহ

নাম	আয়তন	অবস্থান	কার্যক্রম শুরু
১. চট্টগ্রাম	৪৫৩ একর	হালিশহর, চট্টগ্রাম	১৯৮৩
২. ঢাকা	৩৫৬.২২ একর	সাভার, ঢাকা	১৯৯৩
৩. মংলা	২৫৫.৪১ একর	মংলা, বাগেরহাট	২৩ মে ১৯৯৮
৪. ঈশ্বরদী	৩০৯ একর	পাকশি, পাবনা	১৯৯৮
৫. উত্তরা	২১৩.৬৬ একর	সঙ্গলশী, সদর, নীলফামারী	১৯৯৯
৬. কুমিল্লা	২৬৭ একর	বিমানবন্দর, কুমিল্লা	১৫ জুলাই ২০০০
৭. আদমজী	২৪৫.১২ একর	নারায়ণগঞ্জ	৬ মার্চ ২০০৬
৮. কর্ণফুলী	২২২ একর	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে সরকারি EPZ সংখ্যা- ৮টি
- বাংলাদেশে বেসরকারি EPZ সংখ্যা- ২টি
- বাংলাদেশের প্রথম EPZ স্থাপিত হয়- চট্টগ্রাম
- আদমজী পাটকল বন্ধ হয়- ২০০২ সালে
- বাংলাদেশে Export Processing Zone (EPZ) -এর কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৮৩ সালে
- ইপিজেড-এ চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ যে শিল্পে- তৈরি পোশাক শিল্পে
- রাজশাহী বিভাগে EPZ আছে- ১টি
- দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ - উত্তরা, নীলফামারী
- বাংলাদেশের প্রথম EPZ - চট্টগ্রাম EPZ
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইপিজেড চালু হয়- ঢাকা
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যেখানে 'রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা' (EPZ) প্রতিষ্ঠিত হয়- চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানী পণ্য- তৈরি পোশাক



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সরকারি EPZ সংখ্যা-

- ক. ৪টি খ. ৮টি
গ. ১০ টি গ. ১২ টি

২. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল-

- ক. কুমিল্লা খ. সাভার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. ঈশ্বরদী

৩. বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড (EPZ) কোথায় অবস্থিত হয়?

- ক. সাভার খ. চট্টগ্রাম
গ. মংলা ঘ. ঈশ্বরদী

৪. বাংলাদেশের সর্বশেষ EPZ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

- ক. আদমজীনগর খ. মানিকগন
গ. নবীনগর ঘ. চট্টগ্রাম

পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ

আমদানি

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে যে দেশ থেকে- চীন।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে যে পণ্য- লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য।
- বাংলাদেশ খনিজ তেল আমদানি করে যে দেশ থেকে- যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্য।
- বাংলাদেশ কলকজা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান থেকে।
- বাংলাদেশ মেঘালয় থেকে কয়লা আমদানি করে- সিলেটের তামাবিল সীমান্ত দিয়ে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করে- ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড থেকে।
- PSI-এর পূর্ণরূপ হলো- Pre-Shipment Inspection
- PSI বলতে বুঝায়- আমদানিকৃত পণ্যের গুণাগুণ ও ওজন পরীক্ষার জন্য শিপমেন্টের পূর্বে পণ্য পরিদর্শন।
- CRF-এর পূর্ণরূপ হলো- Clean Report of Findings
- CRF বলতে বুঝায়- আমদানি বাণিজ্যে জালিয়াতি দূর করার পদ্ধতি
- বাংলাদেশের প্রধান পাট আমদানীকারক দেশ- যুক্তরাষ্ট্র

রপ্তানি

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে- যুক্তরাষ্ট্রে
- একক দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে- যুক্তরাষ্ট্রে।
- সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে- পোল্যান্ডে।
- বাংলাদেশ যে দেশে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে- মায়ানমার।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক মিশন- ৭৭ টি
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয়
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কোটা পদ্ধতি ছিল- ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ সাল পর্যন্ত।
- বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে- ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড ও মধ্যপ্রাচ্যে
- GSP-এর পূর্ণরূপ- Generalised System of Preferences.
- জিএসপি- ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত সুবিধা

- দেশে জনশক্তি রপ্তানী আইন প্রণীত হয়- ১৯৭৬ সালে
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশ- ৩য়
- যে দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- ইসরায়েল

তথ্য কণিকা

- বাগদা চিংড়ি যে দশক থেকে রপ্তানী পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়- আশির দশক [৩৫তম বিসিএস]
- গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন- ৯ বর্গ কিলোমিটার [৩৫তম বিসিএস]
- বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া যে নামে পরিচিত- কুষ্টিয়া থ্রেড [৩৫তম বিসিএস]
- ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) রপ্তানী আয়- ৩৩,৮৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- দেশের রপ্তানি আয়ের মধ্যে চামড়ার অবস্থান- তৃতীয়
- তৈরি পোশাক থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা যত ভাগ আসে- ২৪.৪৫%
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে- চীন থেকে
- বাংলাদেশের বার্ষিক রপ্তানিকৃত দ্রব্যের (এফওবি) মূল্য- ৩৪,২৪১.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সর্বশীর্ষ পণ্য- তৈরি পোশাক
- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা যতভাগ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে করা হয়- ৯২%
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য 'White Gold' হচ্ছে - চিংড়ি
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার যে দেশে- যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য- তৈরি পোশাক
- সম্প্রতি বাংলাদেশ যে পণ্যটি রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি আয় করে- তৈরি পোশাক
- WTO- এর চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে- ২০০৫ সালে।

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

- RMG- এর পূর্ণরূপ- Ready Made Garments
- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পথ প্রদর্শক হলেন- নুরুল কাদির
- বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস কারখানা/পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান- রিয়াজ গার্মেন্টস (প্রতিষ্ঠা-১৯৭৩)
- বাংলাদেশ থেকে প্রথম পোশাক রপ্তানি করা হয়- ফ্রান্সে
- বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে স্থাপিত প্রথম গার্মেন্টস- দেশ গার্মেন্টস (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশ কোটামুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ করে- ১ জানুয়ারি ১৯৯৫



- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা- প্রায় ৫০ লাখ
- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা- ৬৫%
- বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয়
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়- ১ নভেম্বর ১৯৯৬
- তৈরি পোশাক থেকে আয় মোট রপ্তানি আয়ের- ২৪.৪৫%
- বিশ্বের এক নম্বর তৈরি পোশাক কারখানা- রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড
- রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড অবস্থিত- আদমজীনগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
- তৈরি পোশাক দুই প্রকার- ওভেন ওয়্যার ও নীটওয়্যার
- Accord হচ্ছে- ইউরোপিয় ইউনিয়নভিত্তিক বিখ্যাত গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন
- Alliance হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিখ্যাত গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে- ২৭ জুন ২০১৩
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গার্মেন্টস পল্লী স্থাপিত হয়- নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জে।
- গার্মেন্টস শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠিত হয়- ৩১ অক্টোবর, ২০১৩।
- BGMEA- একটি অলাভজনক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান।
- BGMEA-এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association.
- BGMEA যাত্রা শুরু করে- ১৯৮৩ সালে।
- BGMEA ভবনের অবস্থান- কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
- বর্তমান সভাপতি- ফারুক হাসান।
- মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়- ২০০৫ সাল থেকে।
- Compliance হচ্ছে- গার্মেন্টস শিল্পে সরকারের বিধিবদ্ধ আইন, বিধিবিধান ও নীতিমালা।

- গার্মেন্টস মালিক ও বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে- বায়িং হাউজ।
- যে সকল ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে তাদের বলে- মার্চেন্টাইজার।
- বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস পল্লী স্থাপিত হয়- নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জে।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প- তৈরি পোশাক
- সম্প্রতি গার্মেন্টসসহ কতিপয় দ্রব্য বিনাশুল্কে যে দেশে প্রবেশাধিকার পেয়েছে- কানাডা
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে রেডিমেড গার্মেন্টস এর অংশ- ২৪.৪৫%
- বাংলাদেশের প্রথম 'ইপিজেড' স্থাপিত হয়- চট্টগ্রামে
- বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত- রেডিমেড গার্মেন্টস
- ইপিজেড-এ চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ যে শিল্পে- তৈরি পোশাক শিল্প
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বৃহত্তম বাজার যে দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান- ৩৭.০৭%।
- বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য- তৈরি পোশাক।
- রাজশাহী বিভাগে যতটি EPZ আছে- ১টি।
- WTO- এর চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে- ২০০৫ সালে।
- ট্রেড ইউনিয়ন- শ্রমিক সংগঠন।



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ট্যারিফ কমিশন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?

- ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
- গ. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয়

২. TCB stands for-

- ক. Trading Company Bangladesh
- খ. Trading Corporation of Bangladesh
- গ. Trade Company Bangladesh
- ঘ. Trade Corporation of Bangladesh

৩. কোন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বে নিয়োজিত?

- ক. বাণিজ্য
- খ. অর্থ
- গ. স্থানীয় সরকার
- ঘ. পরিকল্পনা

৪. বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন কত সালে প্রণীত হয়?

- ক. ২০০৭
- খ. ২০০৮
- গ. ২০০৯
- ঘ. ২০১০

৫. EPB এর পূর্ণরূপ-

- ক. Export Promotion Board
- খ. Export Promotion Bureau
- গ. Exporting Promotion Board
- ঘ. Exporting Promotion Bureau



Teacher's Work

১. **BSTI এর পূর্ণ অভিযুক্তি কী?** [৪৪তম বিসিএস]
ক. BAngladesh Salt Testing Institute
খ. Bangladesh Strategic Trqaing Institute
গ. Bangladesh Standards and Testing Institution
ঘ. Bangladesh Society for Telecommunication and Information
২. **বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা হয়?** [৪১তম বিসিএস]
ক. IDA credit এর মাধ্যমে
খ. IMF এর bailout package এর মাধ্যমে
গ. প্রবাসীদের পাঠানো remittance এর মাধ্যমে
ঘ. বিশ্ব ব্যাংকের budgetary support এর মাধ্যমে
৩. **ট্যারিফ কমিশন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয়
৪. **ষোড়শাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?** [১৬তম; ১৪তম বিসিএস]
ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট
৫. **জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?** [২৪তম বিসিএস; ১৬তম বিসিএস]
ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট
৬. **ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম কোনটি?** [৩৫তম বিসিএস]
ক. ইউরিয়া এবং এএসপি খ. টিএসপি এবং এএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট
৭. **ইউরিয়া সারের কাঁচামাল-** [১১তম বিসিএস]
ক. অপরিশোধিত তেল খ. ত্রিংকার
গ. এমোনিয়া ঘ. মিথেন গ্যাস
৮. **চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কী?** [১৪তম বিসিএস]
ক. আঁখের ছোবড়া খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া
৯. **বাংলাদেশের প্রধান জাহান নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত?** [১৪তম বিসিএস]
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা
১০. **বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে-** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ফিনল্যান্ডে খ. ডেনমার্ক
গ. নরওয়েতে ঘ. সুইডেন
১১. **ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো-** [১১তম বিসিএস]
ক. অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত বন্ধ করা
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করা
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া
ঘ. বিদেশি শিল্পপতিদের দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে বাধ্য করা
১২. **বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ পার্ক-** [৩০তম বিসিএস]
ক. মুন্সীগঞ্জের গাজারিয়ায় খ. গাজীপুরের কালিয়াকৈরে
গ. সাভারের কোনাবাড়িতে ঘ. ময়মনসিংহের ভালুকায়
১৩. **বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কী নামে পরিচিত?** [৩৫তম বিসিএস]
ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. বিনাইদহ গ্রেড
গ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড
১৪. **বাংলাদেশে সরকারি EPZ সংখ্যা-** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ৬টি খ. ৮টি* গ. ১০টি ঘ. ১২টি
১৫. **বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে-** [৩৭তম বিসিএস]
ক. চীন* খ. ভারত গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. থাইল্যান্ড
১৬. **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর মধ্যে কোন খাতে বাংলাদেশের বেশি কর্মসংস্থান হয়?** [৪০তম বিসিএস]
ক. নির্মাণ খাত খ. কৃষি খাত
গ. সেবা খাত ঘ. শিল্প কারখানা খাত
১৭. **২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় কত?** [৪০তম বিসিএস]
ক. \$ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খ. \$ ৩৮.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
গ. \$ ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘ. \$ ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
১৮. **বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত কোনটি?** [৩৩তম বিসিএস]
ক. চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য খ. চা
গ. পাট ঘ. তৈরি পোশাক
১৯. **তৈরি পোশাক থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা কত ভাগ আসে (২০২১-২২ হিসাব মতে)?** [১৮তম বিসিএস]
ক. প্রায় ৭৫ ভাগ খ. প্রায় ৭০ ভাগ
গ. প্রায় ৯০ ভাগ ঘ. প্রায় ৮১ ভাগ
২০. **দেশের রপ্তানি আয়ের মধ্যে চামড়ার অবস্থান কত?** [১৯তম বিসিএস]
ক. ১ম খ. ২য় গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ
২১. **বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে-** [৩৮তম বিসিএস]
ক. ভারত থেকে খ. চীন থেকে
গ. জাপান থেকে ঘ. সিঙ্গাপুর থেকে

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ
১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	খ																		





Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. বাংলাদেশের বড় পেপার মিলস্ কোনটি?
ক. কর্ণফুলী খ. চন্দ্রঘোনা
গ. উত্তরবঙ্গ ঘ. খুলনা
২. বাংলাদেশের রেয়নমিল কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. নারায়নগঞ্জ
গ. খুলনা ঘ. রাঙ্গামাটি
৩. বাংলাদেশের নিউজপ্রিন্ট মিল কোথায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. পকশী
গ. সিলেট ঘ. চন্দ্রঘোনা
৪. এশিয়ার সর্ববৃহৎ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল কত তারিখে বন্ধ হয়ে যায়?
ক. ২৮ নভেম্বর, ২০০২
খ. ২৯ নভেম্বর, ২০০২
গ. ২৭ নভেম্বর, ২০০২
ঘ. ৩০ নভেম্বর, ২০০২
৫. কাঁচামাল হিসেবে আঁখের ছোঁড়া ব্যবহার করা হয়-
ক. কর্ণফুলী কাগজ কল, চন্দ্রঘোনা
খ. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, খালিশপুর
গ. উত্তরবঙ্গ কাগজ কল, পাকশি
ঘ. পার্টিকেল বোর্ড মিল, নারায়নগঞ্জ
৬. বাংলাদেশে মোট কয়টি সার কারখানা আছে?
ক. ৬টি খ. ৮টি
গ. ১৭টি ঘ. ১১টি
৭. সবুজ পাট থেকে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত প্রযুক্তি উদ্ভূত হয়-
ক. জাপানে খ. বাংলাদেশে
গ. আমেরিকায় ঘ. ইংল্যান্ডে
৮. বর্তমানে দেশে সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কারখানা কোনটি?
ক. হিউন্ডাই সিমেন্ট খ. লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট
গ. হোলসিম সিমেন্ট ঘ. ছাতক সিমেন্ট
৯. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. নারায়নগঞ্জ খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা
১০. সৈয়দপুরের সাথে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ যেভাবে সম্পর্কিত, খুলনার সাথে তেমনি কোনটি সম্পর্কিত?
ক. বিভাগীয় শহর খ. শিপইয়ার্ড
গ. সমুদ্রবন্দর ঘ. নদীবন্দর
১১. বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজের নাম কী?
ক. বাংলা দূত খ. স্টেলা মেরিস
গ. রূপসী বাংলা ঘ. সোনার বাংলা
১২. বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে-
ক. ফিনল্যান্ডে খ. ডেনমার্ক
গ. নরওয়েতে ঘ. সুইডেনে
১৩. দেশের তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী স্টিমার বা জাহাজের নাম কী?
ক. এম ভি বাঙ্গালী খ. এম ভি বাংলাদেশি
গ. এম ভি মধুমতি ঘ. এম ভি বঙ্গবন্ধু
১৪. ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো-
ক. অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত বন্ধ করা
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করা
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া
ঘ. বিদেশি শিল্পপতিদের দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার বাধ্য করা
১৫. বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ পার্ক-
ক. মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় খ. গাজীপুরের কালিয়াকৈরে
গ. সাভারের কোনা বাড়িতে ঘ. ময়মনসিংহের ভালুকায়
১৬. বাংলাদেশে থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয় কোন দেশে?
ক. নেপাল খ. মিয়ানমার
গ. ব্রাজিল ঘ. শ্রীলংকা
১৭. বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সর্বপ্রথম লন্ডন স্টক মার্কেট লেনদেন শুরু করে?
ক. বেক্সিমকো ফার্মা খ. স্কয়ার ফার্মা
গ. মুন্সি সিরামিক ঘ. ট্রাসকম
১৮. কোনটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প?
ক. সার শিল্প খ. সিমেন্ট শিল্প
গ. কাগজ শিল্প ঘ. চামড়া শিল্প
১৯. বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কী নামে পরিচিত?
ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. বিনাইদহ গ্রেড
গ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড
২০. বাংলাদেশে চামড়া শিল্প নগরী কোথায় অবস্থিত?
ক. ধামরাই খ. সাভার
গ. আশুলিয়া ঘ. কামরাঙ্গী জর
২১. বাংলাদেশ সরকারের কোন সংস্থা ইপিজেড নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. বিনিয়োগ বোর্ড খ. এসইসি
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. বেপজা
২২. BEPZA অর্থ কী?
ক. Bangladesh Export Processing Zone Authority
খ. Bangladesh Export Processing Zone Area
গ. Bangladesh Export Procuring Zone Area
ঘ. Bangladesh Export Procuring Zone Authority
২৩. BEPZA কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৭৯
গ. ১৯৮৪ ঘ. ১৯৮১
২৪. ইপিজেড হলো-
ক. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা
খ. রপ্তানি উন্নয়নকারী সংস্থা
গ. আমদানিও রপ্তানি নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা
ঘ. কোনোটিই নয়

২৫. EPZ এর পূর্ণরূপ কোনটি?

- ক. Export Promotion Zone
খ. Export Processing Zone
গ. Export Production Zone
ঘ. Export Procurement Zone

২৬. বাংলাদেশে বর্তমানে EPZ এলাকা কয়টি?

- ক. ৪টি
খ. ৬টি
গ. ৮টি
ঘ. ১০টি

২৭. বাংলাদেশে সরকারী EPZ সংখ্যা-

- ক. ৬টি
খ. ৮টি
গ. ১০টি
ঘ. ১২টি

২৮. বাংলাদেশে বেসরকারি EPZ আছে?

- ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

২৯. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত করণ অঞ্চল-

- ক. কুমিল্লা
খ. সাভার
গ. চট্টগ্রাম
ঘ. ঈশ্বরদী

৩০. বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড (EPZ) কোথায় অবস্থিত?

- ক. সাভার
খ. চট্টগ্রাম
গ. মংলা
ঘ. ঈশ্বরদী

৩১. সর্বাধিক বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানি করা হয়?

- ক. সৌদি আরব
খ. সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ. মালয়েশিয়া
ঘ. কুয়েত

৩২. দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ আদান প্রদানকে কি বলে?

- ক. ব্যবসার সমতা
খ. বহুমুখী বিনিয়োগ
গ. দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য
ঘ. একপাক্ষিক বাণিজ্য

৩৩. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য-

- ক. পাটজাত দ্রব্য
খ. তৈরি পোশাক
গ. জনশক্তি
ঘ. চিংড়ি মাছ

৩৪. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খ্যাত কোনটি?

- ক. চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য
খ. চা
গ. পাট
ঘ. তৈরি পোশাক

৩৫. তৈরি পোশাক থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা কত ভাগ আসে?

- ক. প্রায় ৭৫ ভাগ
খ. প্রায় ৭০ ভাগ
গ. প্রায় ৯০ ভাগ
ঘ. প্রায় ৮১ ভাগ

৩৬. রপ্তানি আয়ের বিবেচনায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পণ্য-

- ক. তৈরি পোশাক
খ. চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য
গ. পাটজাত পণ্য
ঘ. মেডিসিন

৩৭. দেশের রপ্তানি আয়ের মধ্যে চামড়ার অবস্থান কত?

- ক. ১ম
খ. ২য়
গ. ৩য়
ঘ. ৪র্থ

৩৮. রপ্তানি আয়ের দিক থেকে কোনটি সবচেয়ে অর্থকারী ফসল?

- ক. চা
খ. চাল
গ. পাট
ঘ. শাক সবজি

৩৯. পিপিপি এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কোনটি?

- ক. প্রাইভেট প্রাকটিস অন ফিজিও
খ. প্রাইভেট প্রাকটিশনার অন পাবলিক হেলথ
গ. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ
ঘ. প্রাইভেট প্রাকটিস প্রসিডিউটার

৪০. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে কোন দেশ থেকে?

- ক. জাপান
খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাষ্ট্র
ঘ. চীন

৪১. বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?

- ক. ভারত
খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. সিঙ্গাপুর
ঘ. জার্মানি

৪২. নিম্নের কোনটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য নয়?

- ক. পাট
খ. চা
গ. সিরামিক বাসন-কোসন
ঘ. চামড়া

৪৩. বাংলাদেশের বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে-

- ক. ভারত থেকে
খ. চীন থেকে
গ. জাপান থেকে
ঘ. সিঙ্গাপুর থেকে

৪৪. বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে?

- ক. ভারত
খ. চীন
গ. যুক্তরাষ্ট্র
ঘ. যুক্তরাজ্য

৪৫. বাংলাদেশে সফরকারী প্রথম বিদেশি সরকার প্রধান কে?

- ক. জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ. লুনা দ্যা সিলভা
গ. ইন্দিরা গান্ধী
ঘ. মার্শাল ফুকো

৪৬. ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে?

- ক. ১৯৭১ সালের, ২৬ মার্চ
খ. ১৯৭২ সালের, ১৯ মার্চ
গ. ১৯৭২ সালের, জানুয়ারি
ঘ. ১৯৭১ সালের, ১৬ ডিসেম্বর

৪৭. ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-

- ক. ১৯৭২ সাল
খ. ১৯৭৪ সাল
গ. ১৯৮০ সাল
ঘ. কোনোটিই নয়

৪৮. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত হাট চালু হয় কবে?

- ক. ২৩ জুলাই, ২০১১
খ. ২৩ জুলাই, ২০১২
গ. ২৪ জুলাই, ২০১২
ঘ. ২৪ জুলাই, ২০১১

৪৯. বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল-ভুটান সড়ক যোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

- ক. ১৫ জুন, ২০১৫
খ. ১৬ জুন, ২০১৫
গ. ১৮ জুন, ২০১৫
ঘ. ২১ জুন, ২০১৫

৫০. কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঢাকা সফরে এসেছিলেন?

- ক. জিমি কার্টার
খ. বিল ক্লিনটন
গ. জর্জ ডব্লিউ বুশ
ঘ. রিচার্ড নিক্সন

৫১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কোন তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন-

- ক. ১ লা মার্চ, ২০০০
খ. ২০ মার্চ, ২০০০
গ. ১ লা জানুয়ারি, ২০০১
ঘ. ১৭ এপ্রিল ২০০১

৫২. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় কে প্রথম বাংলাদেশে সফর করেন?

- ক. রোনাল্ড রিগ্যান
খ. জর্জ বুশ
গ. জিমি কার্টার
ঘ. বিল ক্লিনটন

৫৩. বাংলাদেশ কত সালে 'হানা চুক্তি' স্বাক্ষর করে?

- ক. ১৯৯৬
খ. ১৯৯৭
গ. ১৯৯৮
ঘ. ১৯৯৯

৫৪. বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে তার নাম-

- ক. NAFTA
খ. SAPTA
গ. GATT
ঘ. TICFA

৫৫. 'টিক্কা' চুক্তি দুই পক্ষ-

- ক. ভারত-বাংলাদেশ খ. নেপাল-বাংলাদেশ
গ. বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ঘ. বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য

৫৬. বহুল আলোচিত 'টিক্কা' চুক্তির বিষয়-

- ক. বাণিজ্য ও বিনিয়োগ
খ. অস্ত্র ও বিনিয়োগ
গ. যৌথ সামরিক মহড়া ও বাণিজ্য
ঘ. সন্ত্রাস দমন ও আর্থিক সাহায্য

৫৭. বাংলাদেশ কোন সরকার প্রধান প্রথম চীনে রাষ্ট্রীয় সফরে যান?

- ক. প্রেসিডেন্ট এইচ.এম.এরশাদ
খ. প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান
গ. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান
ঘ. প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

৫৮. কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?

- ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. হাইতি

৫৯. বাংলাদেশে কোন দেশের দূতাবাস নেই?

- ক. স্পেন খ. তাইওয়ান
গ. কাতার ঘ. নেপাল

৬০. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রি সেতু কোন নদী ওপর অবস্থিত?

- ক. বুড়িগঙ্গা খ. শীতলক্ষ্যা
গ. মেঘনা ঘ. যমুনা

৬১. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে মিল আছে কোন দেশের পতাকার?

- ক. ভারত খ. মিশর
গ. জাপান ঘ. থাইল্যান্ড

৬২. বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা হচ্ছে-

- ক. বিশ্বব্যাংক
খ. এইড-টু-প্যারিস কনসারটিয়াম বাংলাদেশ
গ. এশীয় উন্নয়ন বাংলাদেশ
ঘ. বাংলাদেশ ডেপেলপমেন্ট ফোরাম

৬৩. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা?

- ক. জিকা খ. ইউ.এন.ডি.পি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আই.এম.এফ

৬৪. কোন সংগঠনটির নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়?

- ক. এডিবি খ. বিশ্বব্যাংক
খ. আইএমএফ ঘ. আইডিএ

৬৫. বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দানকারী দেশ কোনটি?

- ক. জাপান খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

৬৬. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ঋণদাতা দেশ-

- ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. দক্ষিণ কোরিয়া
গ. জাপান ঘ. ইংল্যান্ড

৬৭. বাংলাদেশে 'The Bay of Bengal Industrial Growth (BIG-B)' সহযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ কোনটি?

- ক. চীন খ. ভারত
গ. জাপান ঘ. আমেরিকা

৬৮. জাপানে বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার নাম কী?

- ক. জাইকা খ. জেটোরো
গ. ডানিডা ঘ. ওসিডি

৬৯. প্যালেস্টাইন সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি-

- ক. নিরপেক্ষ খ. প্যালেস্টাইনদের পক্ষে
গ. মিশরী নীতিবাদের পক্ষে ঘ. কোনোটিই নয়

৭০. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?

- ক. ইসরায়েল খ. মঙ্গোলিয়া
গ. ইরাক ঘ. আফগানিস্তান

৭১. যে দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই-

- ক. নামিবিয়া খ. আর্জেন্টিনা
খ. ইসরায়েল ঘ. তিউনিসিয়া

৭২. যে দেশে বাংলাদেশি পাসপোর্ট দ্বারা ভ্রমণ করা যায় না-

- ক. তাইওয়ান খ. লিবিয়া
গ. ইসরায়েল ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া

৭৩. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?

- ক. চীন খ. ভারত
গ. পাকিস্তান ঘ. ইসরায়েল

৭৪. বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের ডাক যোগাযোগ নেই?

- ক. মালাগাছি খ. পূর্ব তিমুর
গ. ইসরায়েল ঘ. লেবানন

৭৫. বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই?

- ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. আফগানিস্তান ঘ. জর্ডান

৭৬. বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপতি ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন?

- ক. প্রেসিডেন্ট মরহুম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ. প্রেসিডেন্ট মরহুম শহিদ জিয়াউর রহমান
গ. প্রেসিডেন্ট মরহুম বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
ঘ. প্রেসিডেন্ট মরহুম মোহাম্মদ উল্লাহ

৭৭. বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কোন দেশের?

- ক. জাপান খ. চীন
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া

৭৮. FDI এর পূর্ণরূপ কী?

- ক. Foreign Donor Investment
খ. Foreign Direct Investment
গ. Foreign Development Index
ঘ. Foreign Development Investment

৭৯. বাংলাদেশের প্রধান তিনটি পাটশিল্প কেন্দ্র কী কী?

- ক. নারায়নগঞ্জ, চট্রগ্রাম, চাঁদপুর
খ. নারায়নগঞ্জ, চট্রগ্রাম, খুলনা
গ. নরসিংদী, খুলনা, চট্রগ্রাম
ঘ. নারায়নগঞ্জ, খুলনা, ভৈরব

৮০. প্রাচ্যের ডাভি নামে খ্যাত কোনটি?

- ক. মংলা খ. চট্রগ্রাম
গ. নারায়নগঞ্জ ঘ. টঙ্গী

৮১. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাট কলটি বন্ধ করা হয় কত সালে?

- ক. ১ জুন, ২০০২ খ. ৩০ জুন, ২০০২
গ. ৩০ জুলাই, ২০০২ ঘ. ৩১ জুলাই, ২০০২

৮২. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোনটি?
ক. শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি. ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
খ. জিয়া সার কারখানা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
গ. ঘোড়াশাল সার কারখানা, নরসিংদী
ঘ. চট্টগ্রাম ইফরিয়া স্যার কারখানা, চট্টগ্রাম
৮৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. আশুগঞ্জ খ. ঘোড়াশাল
গ. তারাকান্দি ঘ. সিলেট
৮৪. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. ফেঞ্চুগঞ্জ খ. সিদ্ধিরগঞ্জ
গ. আশুগঞ্জ ঘ. হাজীগঞ্জ
৮৫. যমুনা সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. জামালপুর খ. সিরাজগঞ্জ
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল
৮৬. যমুনা সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?
ক. ইউরিয়া খ. এমপি
গ. টিএসপি ঘ. কম্পোস্ট
৮৭. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের এর নাম কী?
ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট
৮৮. জিয়া কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?
ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট
৮৯. ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম
ক. ইউরিয়া এবং এএসপি খ. টিএসপি এবং এএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. ডিএপি
৯০. ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা কোথায়?
ক. ঘোড়াশাল খ. চট্টগ্রাম
গ. আশুগঞ্জ ঘ. সিলেট
৯১. বেসরকারি খাতে একক বৃহত্তম সার কারখানাটির নাম কী?
ক. কর্ণফুলী সার কো. লি. খ. যমুনা সার কারখানা
গ. পলাশ সারা কারখানা ঘ. ঘোড়াশাল সার কারখানা
৯২. KAFCO কোথায় অবস্থিত?
ক. পাবনা খ. ঘোড়াশাল
গ. চট্টগ্রাম ঘ. নারায়নগঞ্জ

৯৩. কাফকো কোন দেশের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে?
ক. কানাডা খ. চীন
গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স
৯৪. ইউরিয়া সারের কাঁচামাল-
ক. অপরিশোধিত তেল খ. ক্রিঙ্কার
গ. এমোনিয়া ঘ. মিথেন গ্যাস
৯৫. আমাদের দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল কী?
ক. কয়লা
খ. বাতাস থেকে আহরিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস
ঘ. খনি আহরিত নাইট্রেট
৯৬. বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় চিনিকল কোনটি?
ক. জয়পুরহাট চিনিকল লি. খ. কুষ্টিয়া চিনিকল লি.
গ. কেরা এন্ড কোং লি. ঘ. ঠাকুরগাঁও চিনিকল
৯৭. বাংলাদেশে চিনিকল কয়টি?
ক. ৫ টি খ. ৭ টি
গ. ১০ টি ঘ. ১৫ টি
৯৮. কত সালে বাংলাদেশে কাগজকল স্থাপিত হয়?
ক. ১৯৪৯ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫৩ সালে ঘ. ১৯৫১ সালে
৯৯. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কাগজকল কোনটি?
ক. এশিয়া কাগজকল খ. চন্দ্রঘোনা কাগজকল
গ. কর্ণফুলী কাগজকল ঘ. বাংলাদেশ কাগজকল
১০০. চন্দ্রঘোনা কাগজের মিল কোথায় অবস্থিত?
ক. মেঘনা নদীল তীরে খ. খুলনা
গ. ভৈরব ঘ. কর্ণফুলী নদীর তীরে
১০১. কর্ণফুলী পেপার মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়?
ক. গেওয়া কাঠ খ. আঁখের ছোবড়া
খ. নলখাগড়া ঘ. বাঁশ
১০২. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কী?
ক. আঁখের ছোবড়া খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া
১০৩. কর্ণফুলী পেপার মিলস্ কোথায় অবস্থিত?
ক. রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায় খ. সিলেটের ছাতকে
খ. পাবনার পাকশিতে ঘ. কুষ্টিয়ার জগতিতে

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	ঘ	৫	গ	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ
১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	গ	৫৪	ঘ	৫৫	গ	৫৬	ক	৫৭	গ	৫৮	খ	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	গ	৬২	ঘ	৬৩	গ	৬৪	খ	৬৫	ক	৬৬	গ	৬৭	গ	৬৮	ক	৬৯	খ	৭০	ক
৭১	গ	৭২	গ	৭৩	ঘ	৭৪	গ	৭৫	ক	৭৬	খ	৭৭	খ	৭৮	খ	৭৯	খ	৮০	গ
৮১	খ	৮২	ক	৮৩	ঘ	৮৪	ক	৮৫	ক	৮৬	ক	৮৭	খ	৮৮	গ	৮৯	ক	৯০	খ
৯১	ক	৯২	গ	৯৩	গ	৯৪	ঘ	৯৫	গ	৯৬	গ	৯৭	ঘ	৯৮	গ	৯৯	গ	১০০	ঘ
১০১	ঘ	১০২	খ	১০৩	ক														



Self Study

১. বাংলাদেশের চামড়া শিল্প নগরী কোথায় অবস্থিত?
ক. ধামরাই খ. সাভার
গ. আশুলিয়া ঘ. কামরাসীর চর
২. বাংলাদেশ সরকার 'শিল্প পার্ক' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কোন স্থানে?
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. মুন্সিগঞ্জ
গ. মংলা ঘ. সিরাজগঞ্জ
৩. কোন আমলে প্রাচীন বাংলার গৌরব 'মসলিন কাপড়' ঢাকায় তৈরি হত?
ক. পাল আমলে খ. মুঘল আমলে
গ. সেন আমলে ঘ. ইংরেজ আমলে
৪. কোনটি মুঘল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল?
ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. নকশি কাঁথা ঘ. খাট-পালঙ্ক
৫. ইতিহাস খ্যাত 'মসলিন' এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে-
ক. মুন্সিয়ুদু জাদুঘরে খ. জাতীয় জাদুঘরে
গ. বরেন্দ্র জাদুঘরে ঘ. লালবাগ দুর্গে
৬. 'খন্দর' শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে-
ক. গুজরাটি থেকে খ. হিন্দি থেকে
গ. উর্দু থেকে ঘ. বর্মি থেকে
৭. ঢাকা শহরে কোন এলাকায় বেনারসী শাড়ি তৈরি হয়?
ক. ডেমরা খ. টঙ্গী
গ. মিরপুর ঘ. তাঁতীবাজার
৮. ২০১৩ সালে ইউনেস্কোর ঐতিহ্যের তালিকায় বাংলাদেশের কোন শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. নকশী কাঁথা ঘ. রিক্সা নকশা
৯. MFA এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Multi Fiber Agreement
খ. Multi Fiber Arrangement
গ. Most Favourable Agreement
ঘ. Most Fabourable Arrangement
১০. WTO চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে-
ক. ২০০৫ সালে খ. ২০০৬ সালে
গ. ২০০৭ সালে ঘ. ২০০৮ সালে
১১. বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রধান বৈদেশিক বাজার কোন দেশে?
ক. চীন খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. জাপান ঘ. সৌদি আরব
১২. বাংলাদেশের পোশাক সর্বাধিক কোন দেশে রপ্তানি করা হয়?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য
গ. ফ্রান্স ঘ. জার্মানি
১৩. বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

১৪. G.S.P এর পূর্ণরূপ-
ক. Generalized System of Preferences
খ. General System of Preference
গ. General System of Prevention
ঘ. General System of Procurement
১৫. আমেরিকা বাংলাদেশকে দেয়া জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে-
ক. ২৭ জুন, ২০১৩ খ. ২৯ জুন, ২০১৩
গ. ৩০ জুন, ২০১৩ ঘ. ১ জুলাই, ২০১৩
১৬. বাংলাদেশ কোন পণ্য রপ্তানি থেকে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে?
ক. চা খ. তৈরি পোশাক
গ. পাট ঘ. তামাক
১৭. বাংলাদেশের কোন সংস্থা পণ্যের গুণগত মানের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করে?
ক. BITAC খ. BSTI
গ. TCB ঘ. NBR
১৮. বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য কোনটি?
ক. ইলিশ খ. মসলিন
গ. জামদানি ঘ. শীতলপাটি
১৯. BIDA এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Bangladesh Irrigation Development Authourity
খ. Bangladesh Indutry Development Authourity
গ. Bangladesh Investment Development Authourity
ঘ. Bangladesh Import Development Authourity
২০. BIDA এর পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের নাম কী ছিল?
ক. বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খ. বেসরকারি বিনিয়োগ বোর্ড
গ. বিনিয়োগ বোর্ড
ঘ. বাংলাদেশ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২১. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল কোনটি?
ক. আনোয়ারা খ. মিরসরাই
গ. সীতাকুণ্ড ঘ. কোনোটিই নয়
২২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে কোন সংস্থা?
ক. BEZA খ. BEPZA
গ. BIDA ঘ. BSEC
২৩. উত্তরা ইপিজেড কোথায় অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রাম খ. মংলা
গ. নীলফামারী ঘ. উত্তরা
২৪. আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
ক. হবিগঞ্জ খ. গাজীপুর
গ. গজারিয়া ঘ. নেত্রকোনা
২৫. প্রস্তাবিত জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
ক. গাজীপুর খ. মানিকগঞ্জ
গ. নরসিংদী ঘ. নারায়ণগঞ্জ
২৬. বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা হয়?
ক. IDA credit এর মাধ্যমে
খ. IMF এর bailout package এর মাধ্যমে
গ. প্রবাসীদের পাঠানো remittance এর মাধ্যমে
ঘ. বিশ্ব ব্যাংকের budgetary support এর মাধ্যমে

২৭. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি?
ক. ভারত খ. জাপান
গ. রাশিয়া ঘ. চীন
২৮. CBA এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Collective Bargaining Act
খ. Collective Bargaining Agency
গ. Collective Bargaining Agent
ঘ. Collective Bargaining Authority
২৯. CBA কিসের প্রতিনিধিত্ব করে-
ক. কর্মচারী খ. কর্মকর্তা
গ. শ্রমিক ঘ. সবগুলো
৩০. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কত বছরের নিচে শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না?
ক. ১২ বছর খ. ১৪ বছর
গ. ১৬ বছর ঘ. ১৮ বছর
৩১. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কোন সরকারের আমলে গঠিত হয়?
ক. হোসাইর মোহাম্মদ এরশাদ
খ. বেগম জিয়া
গ. শেখ হাসিনা
ঘ. দলীয় জোট
৩২. বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন-
ক. FBCCI খ. DCCI
গ. SEC ঘ. BKMEA
৩৩. বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন কোনটি?
ক. এফবিসিসিআই খ. বিজিএমইএ
গ. বিকেএমইএ ঘ. ডিসিসিআই
৩৪. এফবিসিসিআই এর সদস্য হতে পারে?
ক. Industrial unit
খ. Commercial establishment
গ. Trade association
ঘ. None of these
৩৫. DCCI এর পূর্ণরূপ-
ক. Dhaka Construction Companies Institute
খ. Dhaka Center for Cultural Integration
গ. Double Coated Cyanide Insulator
ঘ. Dhaka Chambers of Commerce & Insulator
৩৬. বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র 'রয়ার্স ট্রেড সেন্টার' কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. সিলেট
গ. কুমিল্লা ঘ. চট্টগ্রাম
৩৭. REHAB এর পূর্ণরূপ হলো-
ক. Real Estat Housing Association of Bangladesh
খ. Real Estate Housing Association of Bangladesh
গ. Real Estate Housing Associates of Bangladesh
ঘ. Real Estate Housing Associates of Bangladesh
৩৮. বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রস্তুতকারীদের সমিতির নাম-
ক. সফটএস খ. বেসিস
গ. বাটেক্সপো ঘ. বিএসসিআইসি

৩৯. বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. সৌদি আরব খ. কুয়েত
গ. সংযুক্ত আরব আমিরাত ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
৪০. বাংলাদেশের প্রথম EPZ কোনটি?
ক. চট্টগ্রাম ইপিজেড খ. ঢাকা ইপিজেড
গ. কুমিল্লা ইপিজেড ঘ. রংপুর ইপিজেড
৪১. বাংলাদেশে EPZ এর কার্যক্রম কোন সালে শুরু হয়?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮৩
গ. ১৯৭৭ ঘ. ১৯৮২
৪২. DEPZ (Dhaka Export Processing Zone) কোথায়?
ক. ঈশ্বরদীতে খ. পতেঙ্গায়
গ. সাভারে ঘ. কুমিল্লায়
৪৩. বাংলাদেশের অষ্টম EPZ এর নাম কী?
ক. কর্ণফুলী ইপিজেড
খ. চট্টগ্রাম ইপিজেড
গ. সীতাকুন্ড ইপিজেড
ঘ. কক্সবাজার ইপিজেড
৪৪. বাংলাদেশে সর্বশেষ EPZ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
ক. আদমজী নগর খ. মানিকনগর
গ. নবীনগর ঘ. চট্টগ্রাম
৪৫. দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ-
ক. উত্তরা, নীলফামারী খ. মেঘনা, মুন্সিগঞ্জ
গ. আদমজী, নারায়নগঞ্জ ঘ. ঈশ্বরদী, পাবনা
৪৬. বাংলাদেশে EPZ নেই-
ক. কুমিল্লায় খ. মংলায়
গ. ঈশ্বরদীতে ঘ. রাজশাহীতে
৪৭. বাংলাদেশে বর্তমানে 'আদমজী' নামটি কোন বিষয় সম্পর্কিত?
ক. Sugar Mill খ. Landfill
গ. Paper Mill ঘ. Export processing zone
৪৮. ইপিজেড-এ চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ কোন শিল্পে?
ক. তৈরি পোশাক শিল্পে খ. বস্ত্র শিল্পে
গ. ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পে ঘ. চামড়া শিল্পে
৪৯. বাংলাদেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল কোনটি?
ক. চট্টগ্রাম খ. ঢাকা
গ. গাজীপুর ঘ. খুলনা
৫০. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি পণ্য-
ক. পাটজাত দ্রব্য খ. তৈরি পোশাক
গ. জনশক্তি ঘ. চিংড়ি মাছ
৫১. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে-
ক. চীন খ. ভারত
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. থাইল্যান্ড
৫২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর মধ্যে কোন খাতে বাংলাদেশে বেশি কর্মসংস্থান হয়?
ক. নির্মাণ খাত খ. কৃষি খাত
গ. সেবা খাত ঘ. শিল্প কারখানা খাত
৫৩. বাংলাদেশে শতকরা কতজন লোক কৃষি কাজ করে?
ক. ৫০ জন খ. ৪০ জন
গ. ৬০ জন ঘ. ৭০ জন

উত্তরমালা

[illegible]


Class



Exam


১. ICMAB কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়?
ক. অর্থ খ. শিল্প
গ. বাণিজ্য ঘ. আইন
 ২. বাংলাদেশে পেশাগত হিসাববিজ্ঞানীদের সংগঠন কোনটি?
ক. IBA খ. ICAB
গ. BMA ঘ. BIBM
 ৩. বাংলাদেশে ‘সি-এ’ ডিগ্রি প্রদান করে-
ক. ICMAB খ. SEC
গ. BIBM ঘ. ICAB
 ৪. CIP কিসের সাথে সম্পর্কিত?
ক. সামরিক বাহিনী খ. রাজনৈতিক
গ. ব্যবসা-বাণিজ্য ঘ. কূটনৈতিক
 ৫. কোন সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
ক. BCIC খ. WASA
গ. BTMC ঘ. BTTB
 ৬. BCIC এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Bangladesh Chemical Industries Corporation
খ. Bangladesh Center for International Cricket
গ. Bangladesh Commerce and Industrial Corporation
ঘ. Bangladesh Council for International Cricket
 ৭. বাংলাদেশের পণ্য মান নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে-
ক. BCIC খ. TIB
গ. TCB ঘ. BSTI
 ৮. BSTI এর পূর্ণ অভিযুক্তি কী?
ক. Bangladesh Salt Testing Institute
খ. Bangladesh Strategic Training institute
গ. Bangladesh Standards and Testing Institution
ঘ. Bangladesh Society for Telecommunication and Information
 ৯. BITAC কাদেরকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে-
ক. জনপ্রশাসন
খ. ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
গ. কলকারখানা
ঘ. কুটির শিল্প
 ১০. পাট কোন দেশের প্রধান শিল্প
ক. ভারত
খ. মিশর
গ. বাংলাদেশ
ঘ. যুক্তরাজ্য

এই **Lecture Sheet** পড়ার পাশাপাশি **Biddabari** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া
এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।



বইটির বৈশিষ্ট্য

- ১. ইংলিশ, গ্রামার, প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ২. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ৩. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ৪. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ৫. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ৬. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ৭. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ৮. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ৯. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ১০. ইংলিশ প্যাটার্নস, সিন্টাক্স, ডিসকাল্ট্রি, রাইটিং, স্পীকিং, লিসেনিং ইত্যাদি বিষয়ে একত্রিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।



CLASSROOM ENGLISH GRAMMAR

এম আই ইসলাম মুকুল স্যারের

© BCS
© Bank
© PSC Non Cadre
© Varsity Admission Exam
© And Other Competitive Exams

Md. Mayedul Islam Prodan

বইটি এখন সারা বাংলাদেশের অভিজাত লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইনে বইটি পেতে কল করুন:

01963929213
(WhatsApp)